প্রাক্‌কথন

প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি টান আমার ছোট থেকেই ছিল। প্রাচীন ভারত, প্রাচীন অতীত আমার একটা প্রিয় বিষয়। আর সেই সূত্র ধরেই আমার এই পথ চলা। সেই সঙ্গে জুড়ে গেছে আমাদের বাড়ির পৈত্রিক রামমন্দির। আমার বড়দাদা অর্থাৎ আমার বাবার ঠাকুরদা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বভাবতই রামায়ণের প্রতি একটা অনুরাগ চলেই আসে। আর এই ভালোলাগা বিষয়টি যখন উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় খুজে পেয়েছি। তখন আর অন্যকিছু নিয়ে না ভেবে আমার গবেষণার কাজ হিসেবে শিশুপাঠ্য মহাকাব্যকে অর্থাৎ শিশুপাঠ্য রামায়ণ- মহাভারতকে বেছে নিয়ে, আমার শিক্ষক অধ্যাপক ড. উৎপল মন্ডল মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করি। অধ্যাপক ড. উৎপল মন্ডল মহাশয় আমাকে এই বিষয়ে প্রচুর উৎসাহ ও অনেক পরামর্শ দেন এবং তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. উৎপল মন্ডল মহাশয়ের পরামর্শে আমি আমার পি এইচ. ডি গবেষণা কর্মের নাম দিই—

মহাকাব্যের শিশুপাঠ্য রূপ ও শিশুশিক্ষা : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের রচনাকেন্দ্রিক সমীক্ষা।

আমি আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে গবেষণা কর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি। অধ্যায়গুলি হল—

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় — শিশুসাহিত্য ও শিশুশিক্ষার স্বরূপ বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় অধ্যায় — রামায়ণ আখ্যানের প্রেক্ষিতে উপেন্দ্রকিশোর এবং যোগীন্দ্রনাথের শিশুপাঠ্য রচনাকর্ম

তৃতীয় অধ্যায় — মহাভারত আখ্যানের প্রেক্ষিতে উপেন্দ্রকিশোর এবং যোগীন্দ্রনাথের শিশুপাঠ্য রচনাকর্ম

চতুর্থ অধ্যায়— শিশুসাহিত্য ও শিশুশিক্ষার প্রেক্ষিতে উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথের রচনাকর্ম

পঞ্চম অধ্যায় — মহাকাব্যের অন্যান্য শিশুপাঠ্য রূপদাতাদের প্রেক্ষিতে উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য

উপসংহার

আমার এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য যিনি আমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছেন, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে নানাভাবে প্রতি মুহূর্তে সহায়তা করে গবেষণা কর্মে অনুপ্রণিত করেছেন তিনি হলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. উৎপল মন্ডল মহাশয়। এছাড়া বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক ড. মঞ্জুলা বেরা, অধ্যাপক ড. নিখিলেশ রায়, অধ্যাপক ড.বিকাশ পাল, অধ্যাপিক উর্বী মুখার্জী, অধ্যাপক সূর্য নামা মহাশয় আমার গবেষণা কাজে উৎসাহ দিয়ে নানা ভাবে সহায়তা করেছেন। অন্যদিকে মালদার গৌড় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ক্ষিতীশ মহাতো মহাশয় আমাকে গবেষণাকর্মে নানা সুপরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। আর বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমাকে সহায়তা করে, আমার এই গবেষণা কাজ সম্পাদনের জন্য আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন আমার বোন শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা দাস, আমার মা শ্রীমতী সীমা দাস, আমার বাবা শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস এবং আমার স্বামী শ্রী মানস কুমার দাস। প্রত্যেকের কাছেই আমি চির ঋণী ও চির কৃতজ্ঞ। তবে সবথেকে বেশী শক্তি যোগিয়েছে আমার স্বামী শ্রী মানস কুমার দাস ও আমার বোন শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা দাস। সহযোগীতা পেয়েছি আমার শ্বশুরমশাই শ্রীরাধাকান্ত দাস ও শাশুড়িমা শ্রীমতী সন্ধ্যা দাসের কাছে। নানা রকম বইপত্র দিয়ে ও নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করেছে আমার প্রিয় বান্ধবী সোমা সেন। আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ আমার গবেষক দাদা,ভাই ও বন্ধুদের কাছে। দাদা- তুফান রায়, উত্তম দাস, উজ্জ্বল শীল প্রসেনজিৎ দাস, দীপ চন্দ,

ইউনুস মিঞা, তাপস মণ্ডল, ভাই -এহেসানুল্লা হক, এবং বন্ধু সুব্রত পাল, নবীন দাস। যারা আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করে গবেষণার কাজে উৎসাহিত করেছে। প্রুফ সংশোধন করেছেন তমালি বসাক। সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারিয়া ও কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষাকর্মী শ্রী রমেশ চন্দ্র সিংহ ও শ্রী রাজীব গোস্বামীকে। আর হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মুদ্রণ কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছেন শ্রী পার্থসারথি নাথ, হাসনাহানা খাতুন, রেহানা খাতুন, নেহা সাহা, বাপ্পা সেখ, সুজিৎ রায় — তাদেরকে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলকেই জানাই আমার কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

তারিখ : ০৩.১০.২০১৮

শ্রাবণী দাস